বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা বিষয়ে কমিশন আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১১/০১
তারিখ : জানুয়ারি ১৬, ২০১১

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বাংলাদেশ
www.berc.org.bd

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ সংখ্যা				পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ	১	:	কমিশনের সিদ্ধান্তের সার-সংক্ষেপ	১
অনুচ্ছেদ	২	:	পটভূমি	১
অনুচ্ছেদ	৩	:	পেট্রোবাংলা প্রণীত খসড়া গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা	৩
অনুচ্ছেদ	৪	:	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি	৫
অনুচ্ছেদ	৫	:	উন্মুক্ত কারিগরি সভা	৬
অনুচ্ছেদ	৬	:	কমিশনের পর্যবেক্ষণ	১০–১৩
	৬.১	:	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা কমিটি	১০
	৬.২	:	তহবিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা (আয়-ব্যয় হিসাব) পৃথকভাবে নিরীক্ষা করা	১১
	৬.৩	:	তহবিলের অর্থে রিগ এবং রিগযন্ত্রপাতি সংগ্রহ	১১
	৬.৪	:	তহবিলের অর্থে রিগ হ্যাঙ্গার স্থাপন	১১
	৬.৫	:	সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ	১১
	৬.৬	:	বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগ, গ্যাস ক্ষেত্র পরিত্যক্ত ঘোষণা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জরুরী কার্যক্রম	১২
	৬.৭	:	প্রকল্পে ব্যয়কৃত অর্থ ফেরত প্রদান	১২
	৬.৮	:	উৎপাদন পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের সমীকরণ	১২
	৬.৯	:	গ্যাস উৎপাদন কোম্পানী কর্তৃক অগ্রীম কর পরিশোধ	১৩
	৬.১০	:	দেশীয় গ্যাস উৎপাদনরত তিনটি কোম্পানীর গ্যাস ক্ষেত্রে উন্নয়ন কূপ খনন করার জন্য জরুরীভাবে ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা বরাদ্দ করা	১৩
অনুচ্ছেদ	৭	:	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা বিষয়ে কমিশনের আদেশ	১৩–১৭
			"গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১১"	১৪
			পটভূমি	১৪
			তহবিলের বিবরণ	১৪
			তহবিল বিনিয়োগের পরিধি	১৫
			গ্যাস মুজদ বৃদ্ধি (অনুসন্ধান কার্যক্রম)	১৫
			গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি	১৫
			অন্যান্য	১৫
			বাজেট, বিনিয়োগ ও রিপোর্টিং	১৬
			তহবিল হিসাবভুক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা	১৬

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিইআরসি আদেশ # ২০১১/০১

তারিখ ঃ জানুয়ারি ১৬, ২০১১

বিষয় ঃ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নং-২০০৮/২, ২০০৯/৮ এবং সে সাথে প্রেরিত পত্রের সিদ্ধান্তের আলোকে দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় কোম্পানীসমূহের গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাসখাতে ঝুঁকিপূর্ণ অনুসন্ধান ও উন্নয়নব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা গঠিত "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" এর অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে কমিশন আদেশ।

অনুচ্ছেদ ১ ঃ কমিশনের সিদ্ধান্তের সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (কমিশন অথবা বিইআরসি) পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রেরিত খসড়া গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, এতদ্‌সম্পর্কিত কমিশন স্টাফ কর্তৃক পেশকৃত ব্যাখ্যা, উন্মুক্ত কারিগরি সভায় অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য ও সুপারিশ এবং কমিশনের পর্যবেক্ষণ বিবেচনা করে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের পটভূমি, তহবিলের বিবরণ, গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি (অনুসন্ধান কার্যক্রম), গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তহবিলের বিনিয়োগ পরিধি, তহবিলের বাজেট, বিনিয়োগ ও রিপোর্টিং, তহবিল হিসাবভুক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা জারী করে আদেশ প্রদান করছে, যা আদেশের অনুচ্ছেদ-৭ এ বিস্তারিত উল্লেখ আছে। উক্ত নীতিমালা "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১১" নামে অভিহিত হবে।

অনুচ্ছেদ-২ ঃ পটভূমি

পেট্রোবাংলা স্মারক নং : ১১.০২.০১/৮৫৬, তারিখ জুন ২৩, ২০০৮ এর মাধ্যমে বিইআরসি আইন ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুসরণ করে পেট্রোবাংলার বিপণনকৃত এবং এর অধীনস্থ বিতরণ কোম্পানীসমূহ-সরবরাহকৃত প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের ভোক্তাপর্যায়ে গড় মূল্যহার ৫৩.৭৬% বৃদ্ধির প্রস্তাবসম্বলিত একটি আবেদন কমিশনে দাখিল করে। পেট্রোবাংলা জুলাই ১৭, ২০০৮ তারিখে কমিশন কার্যালয়ে কমিশনের উন্মুক্ত সভায় প্রস্তাব উপস্থাপনকালে পূর্বে চাহিত মূল্যহার পরিবর্তন করে প্রতি হাজার ঘনফুটের মূল্য ৬৫.৯২% বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখে। কমিশনের অনুসৃত পদ্ধতির ধারাবাহিকতায় পেট্রোবাংলার প্রস্তাব সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উপস্থাপন এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্যপক্ষের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উক্ত উন্মুক্ত সভায় প্রদত্ত মন্তব্য বিবেচনায় এনে কমিশন পেট্রোবাংলার ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের বিক্রয় মূল্যহার বৃদ্ধির আবেদন আমলে নেয় এবং

সেপ্টেম্বর ১৫, ২০০৮ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিনিটে কমিশন কার্যালয়ে এ বিষয়ে গণ-শুনানী অনুষ্ঠানের দিন সময় ও স্থান ধার্য করে। কিন্তু অনিবার্য কারণে উক্ত শুনানীর তারিখ পরবর্তীতে পরিবর্তন করে সেপ্টেম্বর ২৪, ২০০৮ তারিখে গণ-শুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

পেট্রোবাংলার মূল্যবৃদ্ধির আবেদনে প্রদত্ত বিভিন্ন খরচের উপাত্ত কমিশন অনুসৃত রেভিনিউ রিকয়ারমেন্ট নির্ণয়ের বিশ্লেষণে অতিরিক্ত চাহিদার প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়নি। উল্লেখ্য যে, কমিশনের বিচারিক প্রক্রিয়ায় আবেদনের চাহিত যে কোন মূল্যহারের যথার্থতা/যৌক্তিকতা প্রমাণের দায়িত্ব (burden of proof) আবেদনকারীর ওপরই বর্তায়। গণ-শুনানীতে ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু শুনানীতে অংশগ্রহণকারী পক্ষসমূহের বৃহৎ অংশ গ্যাসের নিম্নচাপ, অপর্যাপ্ততা ও সেবার মান বিষয়ে নানাবিধ সমস্যার কথা ব্যক্ত করে এর আশু সুরাহার জন্য আবেদন করে। কমিশনের কাছেও প্রতীয়মান হয় যে, গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধি না করে সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কে অর্থ বিনিয়োগের দ্বারা চলমান গ্যাস সংকটের সমাধান হবে না। ভোক্তা সাধারণের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত জাতীয় কোম্পানীসমূহের কার্যপরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিনিয়োগের অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে ১০-১৫% বৃদ্ধি বিবেচনাযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত বলে ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের গড় মূল্য ১০-১৫% বৃদ্ধি করে পুনঃনির্ধারণ বিবেচনা করবে বলে কমিশন বিইআরসি আদেশ নং ২০০৮/২; তারিখঃ নভেম্বর ৩০, ২০০৮ জারী করে এবং সেটি ভবিষ্যত জ্বালানী নিরাপত্তা বিধান ও ভোক্তাপর্যায়ে মূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে জাতীয় বিনিয়োগ বলে ঘোষণা করে। বিনিয়োগটি করমুক্ত রাখার লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কমিশন তার আদেশে উল্লেখ করে।

পরবর্তীতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় স্মারক নং-অম/অবি/বাজেট-১৫/জ্বালানী-২৮/০৯/২৪৩; তারিখঃ এপ্রিল ২৩, ২০০৯ এর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জ্বালানী খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, (ক) গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কাজের জন্য ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্য ১০%-১৫% বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত অর্জিত অর্থ থেকে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বর্ষে (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) প্রদত্ত করের সমপরিমাণ অর্থ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বিপরীতে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে থোক হিসাবে প্রতিবছর বরাদ্দ রাখা হবে যা গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং (খ) এ খাতে আহরিত অর্থ যাতে কেবলমাত্র গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কাজেই ব্যবহার হয় তা নিশ্চিতকল্পে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে পেট্রোবাংলা পত্র সূত্র ১১.০২.৫০/২৭; তারিখঃ জুলাই ০৯, ২০০৯ এর মাধ্যমে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠনের লক্ষ্যে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য জুলাই ০১, ২০০৮ তারিখ হতে ১৫% হারে বৃদ্ধি করার জন্য কমিশনের কাছে আবেদন করে। কমিশন তারই ধারাবাহিকতায় বিইআরসি আদেশ নং-২০০৯/৮; তারিখঃ জুলাই ৩০, ২০০৯ জারী করে যার মধ্যে অন্যান্য শর্তের সাথে পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীসমূহ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে সঞ্চিত অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করবে ও স্ব স্ব বোর্ড তা অনুমোদন করে অনুমোদিত নীতিমালা কমিশনকে প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয় যা অর্থ মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কমিশন প্রদত্ত আদেশের ধারাবাহিকতায় কমিশন কর্তৃক প্রেরিত পত্র নং-বিইআরসি/গ্যাস বিভাগ (Rate Case)/২০০৯/০৬/২৪১৫; তারিখঃ আগস্ট ২৩, ২০০৯ এ আরও বলা হয় যে, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারেই কেবলমাত্র গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে সঞ্চিত অর্থ ছাড় ও ব্যয় করা যাবে। উক্ত নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে কমিশনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোবাংলা স্মারক নং ১১.০২.৫০/৬৫৮; তারিখঃ জুন ২৩,

২০১০ এর মাধ্যমে খসড়া গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা কমিশনে দাখিল করে। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলা সূত্র নং- ১১.০২.৫০(অংশ)/২৬৮, তারিখঃ অক্টোবর ২৭, ২০১০ এর মাধ্যমে এই একই বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত "সংশোধিতব্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা-২০১০" এর খসড়ার এক প্রস্থ কমিশনকে অবহিত করণের লক্ষ্যে প্রেরণ করে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে সঞ্চিত অর্থ ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে আহরিত, সেহেতু উক্ত নীতিমালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে কমিশন একটি কারিগরি উন্মুক্ত সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত উন্মুক্ত কারিগরি সভায় প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা করে কমিশন গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে।

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ পেট্রোবাংলা প্রণীত খসড়া গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা

৩.১.০ <u>পটভূমি ঃ</u>

৩.১.১ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বিকল্প জ্বালানী মূল্য এবং আন্তর্জাতিক বাজারের জ্বালানী মূল্য অপেক্ষা অনেক কম। এ কারণে গ্যাসের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় মালিকানাধীন গ্যাস ক্ষেত্র সমূহের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ তহবিল সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে সরবরাহের ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে দেশে গ্যাস উৎপাদনরত আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানীসমূহের ওপর নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশে তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) গ্যাস বিপণন কোম্পানীসমূহের পক্ষে গত জুন ২৩, ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) বরাবর একটি প্রস্তাব পেশ করে।

৩.১.২ উক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিইআরসিতে অনুষ্ঠিত শুনানীর ভিত্তিতে বিইআরসি কর্তৃক জারীকৃত আদেশ নং- ২০০৮/২; তারিখঃ নভেম্বর ৩০, ২০০৮ এর মাধ্যমে আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, গ্যাসের বর্তমান বিক্রয়মূল্য পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। তবে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্মতি এবং গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির কৌশলগত পরিকল্পনা জানানো হলে কমিশন বর্তমান শুনানীর ভিত্তিতে পেট্রোবাংলা ও অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের বর্ধিত রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের গড় মূল্য ১০-১৫% বৃদ্ধি করে পনুঃনির্ধারণ বিবেচনা করবে। এটা হবে ভবিষ্যত জ্বালানী নিরাপত্তা বিধান ও ভোক্তাপর্যায়ে মূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে জাতীয় বিনিয়োগ।

৩.১.৩ তাছাড়া গ্যাস খাতের ঝুঁকিপূর্ণ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে ভোক্তাপর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সংগৃহীত এই তহবিলের অর্থ কোম্পানী সমূহের লভ্যাংশ নিরূপণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা বা এর উপর করারোপ জনস্বার্থে সমীচীন হবে না, আইনে প্রদত্ত সীমাবদ্ধতার কারণে প্রস্তাবিত এই বৃদ্ধি অনুমোদনের পূর্বে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্মতি আবশ্যক বলে বিইআরসি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে এই তহবিল গঠন করা হ'ল।

৩.২.০ <u>তহবিলের বিবরণ ঃ</u>

বিইআরসি'র উপযুক্ত আদেশের আলোকে গ্যাস বিপণন কোম্পানীসমূহ কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্য ১০-১৫% বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হবে তাদ্বারা গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হতে গ্যাস বিপণন কোম্পানীগুলোকে কোন হিস্যা প্রদান কিংবা সরকারকে কোনরূপ কর প্রদান ব্যতীত সংগৃহীত সমুদয় অর্থ সরাসরি গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর/জমা হবে এবং

জমাকৃত অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদও এ তহবিলের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। তহবিল হতে বিনিয়োগকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমাপ্তির পর Debt Service Liability (DSL) আকারে তহবিলে ফেরত প্রদান করতে হবে। তবে গ্যাস অনুসন্ধানের নিমিত্তে গৃহীত প্রকল্পে তহবিল হতে বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প বাণিজ্যিকভাবে সফল না হলে সংশ্লিষ্ট অর্থ তহবিলে ফেরত প্রদান করতে হবে না।

৩.৩.০ তহবিল বিনিয়োগের পরিধি ঃ

ভোক্তাসাধারণের গ্যাস চাহিদা সুষ্ঠুভাবে পূরণকল্পে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত জাতীয় কোম্পানীসমূহের মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণে লাভজনক বিবেচিত হওয়া সাপেক্ষে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প প্রস্তাবসমূহে এ তহবিল হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হবে। তবে অনুসন্ধান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে লাভজনক শর্তটি প্রযোজ্য হবে না। তহবিলের বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য ঃ

৩.৩.১ গ্যাস মুজদ বৃদ্ধি ঃ

(ক) দেশের গ্যাস মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পাদিত জরীপ ও অনুসন্ধান কূপ খননসহ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী;

(খ) মজুদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনায় তৈল ও গ্যাস আহরণের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় এলাকার ভূকম্পন ও ভূতাত্ত্বিক জরীপ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ;

(গ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, উপাত্ত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান কূপ খননের স্থান নির্ধারণ; এবং

(ঘ) সম্ভাবনাময় স্থানে অনুসন্ধান কূপ খননও এ জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা গ্রহণের ব্যয় নির্বাহ।

৩.৩.২ গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ

(ক) দেশীয় কোম্পানী'র আওতাধীন উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাবলীর আওতায় উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কূপ খনন;

(খ) বিদ্যমান কূপের সম্ভাব্য ওয়ার্কওভার, রি-কমপ্লিশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) গ্যাসের প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপনের যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন; এবং

(ঘ) সময় সময় প্রেসার সার্ভে, প্রসেস প্ল্যান্ট-এর Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion (BMRE) ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৩.৩.৩ অন্যান্য ঃ

(ক) গ্যাস ক্ষেত্র সমূহের মজুত পুনঃ মুল্যায়ন;

(খ) প্রক্রিয়াকৃত গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের উদ্দেশ্যে নিকটস্থ নেটওয়ার্ক পর্যন্ত পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় Gathering line, sales line, spur line, delivery line, inter connection line ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ;

(গ) গ্যাস সেক্টরের প্রয়োজনে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ/পরামর্শ নিয়োগ;

(ঘ) উৎপাদন শেষে গ্যাস ক্ষেত্র পরিত্যাগ (abandonment);

(ঙ) গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(চ) গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত জরুরী কার্যক্রম সম্পন্ন।

৩.৪.০ তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ

৩.৪.১ পেট্রোবাংলা কর্তৃক গ্যাস উন্নয়ন তহবিল পরিচালিত হবে। গ্যাস বিপণন কোম্পানীসমূহ কর্তৃক গ্যাস বিলের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে আদায়কৃত রাজস্ব হতে তহবিল সংশ্লিষ্ট অর্থ সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের নির্ধারিত একাউন্টে জমা দিতে হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল হতে ছাড়কৃত অর্থের অনুরূপ পদ্ধতিতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের হিসাব ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে।

৩.৪.২ তহবিলে সংগৃহীত অর্থ পেট্রোবাংলার অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিপরীতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে। পেট্রোবাংলা কমিটি কর্তৃক গ্যাস সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে তহবিলের পরিমাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অগ্রাধিকার নির্ধারণসহ প্রতিবছর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করবে। কমিটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভায় মিলিত হয়ে অর্থ বরাদ্দ ও অর্থায়নকৃত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৬৩ অনুসারে কমিশন বিচারিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এখানে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশন উন্মুক্ত সভার মাধ্যমে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণ, প্রাপ্ত বক্তব্য, বাস্তবতা, বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আদেশ জারী করে থাকে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুসারে কমিশন প্রদত্ত আদেশের ধারাবাহিকতায় প্রেরিত পত্রে বলা হয় যে, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারেই কেবলমাত্র গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে সঞ্চিত অর্থ ছাড় ও ব্যয় করা যাবে। এ কারণেই এ শর্তের ওপর জোর প্রদানসহ পুনর্ব্যক্ত করা হয় যে, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল খাতে আহরিত অর্থ ভোক্তা কর্তৃক গ্যাস ঘাটতিজনিত সমস্যা নিরসনে জাতীয় বিনিয়োগ এবং তা ছাড়করণ ও ব্যয়ের জন্য খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণে সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের অংশগ্রহণ সমীচীন। এ জাতীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত বিচারিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে পেট্রোবাংলার খসড়া গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা পাবার পর কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটি তা পর্যালোচনা করে এবং বিষয়টি কমিশনের ১০০ তম প্রশাসনিক সভায় আলোচিত হয়। সভায় বিষয়টিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং অক্টোবর ৩১, ২০১০ তারিখে এ বিষয়ে ৯ম উন্মুক্ত কারিগরি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ ধার্য করা হয়। নির্ধারিত দিনে উন্মুক্ত কারিগরি সভায় বিষয়টির গুরুত্ব অনুসারে এতে অর্থবহ আরও বক্তব্য পাওয়ার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় কমিশন ঐ দিনের সভা মুলতবি ঘোষণা করে নভেম্বর ০৮, ২০১০ তারিখে পুনঃঅনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে অনুসারে মুলতবি উন্মুক্ত সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ মূল্যবান বক্তব্য লিখিত আকারে প্রদান করে। উক্ত দিনে পেট্রোবাংলার পক্ষে উপযুক্ত অংশগ্রহণ না থাকায় সভায় নীতিমালাসহ অন্যান্য বিষয়ে উপস্থাপিত বিভিন্ন মতামতের সঠিক জবাব প্রদান সম্ভবপর হয়নি বিধায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ থেকে প্রাপ্ত লিখিত মতামতের আলোকে পেট্রোবাংলা যাতে তাদের বক্তব্য প্রদান করতে পারে সে জন্য আরও দুই কর্মদিবস সময় প্রদান করা হয় এবং সে অনুসারে পেট্রোবাংলা নভেম্বর ১৪, ২০১০ তারিখে তাদের মতামত কমিশনে প্রেরণ করে।

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ উন্মুক্ত কারিগরি সভা

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অংশ নেয়ার সুযোগ প্রদান, তথ্য উপাত্ত উপস্থাপনা, যুক্তি তর্কের অবতারণা, অর্থপূর্ণ বক্তব্য প্রদানের অধিকার এবং স্বচ্ছ আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণে অক্টোবর ৩১, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ৯ম উন্মুক্ত কারিগরি সভা কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ ইউসুফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার প্রারম্ভে চেয়ারম্যান উপস্থিত সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালার গুরুত্ব সকলের অবগতির জন্য বর্ণনা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে জ্বালানী নিরাপত্তা বিধান এবং গ্যাসের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। কমিশনের সম্মানিত সদস্য প্রকৌশলী মোঃ ইমদাদুল হক তাঁর বক্তব্যে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য সকলকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান যে, গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রম বিইআরসির কার্যপরিধির আওতায় নয়; তবে বিইআরসি আইনের ৩১ ধারা অনুযায়ী গ্যাস বিতরণ ও বিপণন কোম্পানীসমূহের দক্ষ, সুচারুভাবে, সমন্বিত ও স্বল্পব্যয়ে গ্যাস বিতরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা কমিশনের দেখার বিষয়। এ প্রেক্ষাপটে দীর্ঘমেয়াদে ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্য ১০-১৫% বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাস খাত উন্নয়ন তহবিল গঠন যুক্তিযুক্ত হবে বলে কমিশন মনে করে। ভবিষ্যত জ্বালানী নিরাপত্তা ও ভোক্তাপর্যায়ে মূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে উক্ত মূল্যবৃদ্ধি হবে ভোক্তাদের পক্ষ হতে জাতীয় বিনিয়োগ এবং তা কর মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে প্রস্তাবিত এ মূল্যবৃদ্ধি কমিশনের অনুমোদনের পূর্বে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্মতি আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- অম/অবি/বাজেট-১৫/জ্বালানী-২৮/০৯/২৪৩; তারিখঃ এপ্রিল ২৩, ২০০৯ এর মাধ্যমে সরকারের সম্মতি পাওয়া যায় যা সকলের অবগতির জন্য তিনি সভায় পড়ে শোনান। উক্ত পত্রেও এখাতে আহরিত অর্থ কেবলমাত্র গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কাজেই যেন ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিতকল্পে একটি নীতিমালা প্রণয়ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে কমিশন প্রদত্ত বিইআরসি আদেশ নং- ২০০৯/৮; তারিখঃ জুলাই ৩০, ২০০৯ এর নির্দেশনা-৫ এ বিষয়টির প্রতিফলন রয়েছে, এতে বলা হয় যে, পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীসমূহ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে সঞ্চিত অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করবে এবং স্ব স্ব বোর্ড তা অনুমোদন করবে এবং অনুমোদিত নীতিমালা কমিশনকে প্রদান করবে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষকে অংশ নেয়ার সুযোগ, তথ্য উপাত্ত উপস্থাপনা, যুক্তি তর্কের অবতারণা, অর্থপূর্ণ বক্তব্য প্রদানের অধিকার এবং স্বচ্ছ আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণের সুযোগ প্রদানই কমিশনের এ উন্মুক্ত কারিগরি সভা অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন যে, সভায় ব্যবহৃত ভাষা হবে সংযত, সংশ্লিষ্ট বিষয়-ভিত্তিক, প্রাঞ্জল ও শালীন। ব্যক্তিগতভাবে কোন আক্রমণ করা যাবে না।

কমিশনের সম্মানিত সদস্য ডঃ সেলিম মাহমুদ বলেন যে, জুলাই ৩০, ২০০৯ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নং-২০০৯/৮ মোতাবেক কমিশন গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠনের জন্য গ্যাসের মূল্যহার ১১.২২% বৃদ্ধি করে এবং উক্ত আদেশে উল্লেখ করা হয় যে, পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীসমূহ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে সঞ্চিত অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করবে এবং স্ব স্ব বোর্ড তা অনুমোদন করবে এবং অনুমোদিত নীতিমালা কমিশনকে প্রদান করবে। উক্ত আদেশের স্পিরিট অনুযায়ী নীতিমালাটি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। বিইআরসি আইন, ২০০৩ এবং রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬

অনুসারে সরকার জ্বালানী সেক্টরের উন্নয়ন ও সার্বিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করবে। তিনি আরও বলেন, সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা ও কমিশন আদেশ অনুসারে প্রণীত আলোচ্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা এক বিষয় নয়। এটি বিইআরসি আইন ২০০৩ এর আলোকে কমিশনের বিচারিক নির্দেশনা অনুযায়ী কমিশনের লাইসেন্সী কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা যেটি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অতঃপর সভাপতি গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালার বিভিন্ন দিক উপস্থাপনের জন্য কমিশনের পরিচালক (গ্যাস) কে আহবান করেন। পরিচালক (গ্যাস) পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রেরিত গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালার ওপর কমিশন স্টাফ প্রদত্ত মতামত সভায় ব্যাখ্যা করেন।

সভায় পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড (এসজিএফএল), বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), দি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারসন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রফেসর মোঃ নুরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে এ পর্যয়ে মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানালে, সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারসন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি কমিশন স্টাফ কর্তৃক প্রণীত খসড়া নীতিমালার ৩.৪ অনুচ্ছেদ তহবিল হিসাবভুক্তকরণ ও প্রবাহ অংশে “করা যেতে পারে” এর স্থলে “করতে হবে” সংযোগ করা সহ সিএনজি খাতের বর্ধিত মূল্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি বিইআরসি এর প্রথম আদেশের অনুচ্ছেদ ১৫(৪) এবং দ্বিতীয় আদেশের নির্দেশনা-৭ অবতারণাপূর্বক নীতিমালাতে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। ৫ বছর মেয়াদী চাহিদার পূর্বাভাস বিবেচনায় এনে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করার বিষয়ে বলেন যে, পেট্রোবাংলা এবং তার অধীনস্থ অন্যান্য কোম্পানীসমূহের মধ্যে এ সম্পর্কিত বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যাবলী প্রক্রিয়াধীন আছে। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রেরিত নীতিমালাটি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর প্রতিনিধি কমিশনে প্রদত্ত তাঁর লিখিত বক্তব্য সভায় পুনর্ব্যক্ত করেন এবং উল্লেখ করেন যে, জ্বালানী নিরাপত্তা বিধানের জন্য ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্য সহনীয় রাখা আবশ্যক। তিনি বলেন যে, জাতীয় বিনিয়োগ-সক্ষমতা বৃদ্ধি করে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন কিন্তু পেট্রোবাংলার স্মারক নং ১১.০২.৫০/১৬৫৮ এর মাধ্যমে এপ্রিল ৩০, ২০০৯ তারিখের পত্রে পেট্রোবাংলা যে কৌশলগত পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করে তা কমিশন প্রদত্ত আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়াও পেট্রোবাংলা প্রেরিত গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালাটিও কমিশন আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে প্রতীয়মান হয়। তার উল্লিখিত বক্তব্যের সাপোর্টে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, (১) নীতিমালায় গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধিতে অনুসন্ধান ও উৎপাদনে সরকারী ও বিদেশী বিনিয়োগ এবং দেশীয় কোম্পানীর নিজস্ব বিনিয়োগের সাথে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের কোন কৌশলগত সম্পর্ক উল্লেখ না থাকায় এ তহবিলের অর্থ ব্যয়ের স্বরূপ স্পষ্ট হয়নি; (২) গ্যাস অনুসন্ধানে নিয়োজিত বাপেক্স এবং গ্যাস উৎপাদনে নিয়োজিত বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল। এ তিনটি দেশীয় কোম্পানী গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ। গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধিতে তিনটি কোম্পানী একক অথবা যৌথভাবে গৃহীত কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কেবল ঐ তহবিলের অর্থ ব্যয় হবে।

নীতিমালায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি। পেট্রোবাংলা কমিশনে সাত বছর মেয়াদী যে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রেরণ করেছে তা বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩.৩ হাজার কোটি টাকা যার মধ্যে অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত ৩ টি কোম্পানীর বিনিয়োগ ধরা হয়েছে মাত্র ১.১ হাজার কোটি টাকা অথচ সাত বছরে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে মজুত অর্থের পরিমাণ হতে পারে ৭ (সাত) হাজার কোটি টাকা। ঐরূপ ক্ষেত্রে এ তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন কঠিন হবে; (৩) নীতিমালায় প্রকল্পের সফল সমাপ্তির পর বিনিয়োগকৃত অর্থ ডিএসএল (DSL) আকারে তহবিলে ফেরৎ দিতে হবে বলা হয়েছে। যেহেতু গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির সাথে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং যেহেতু এ তহবিলের উদ্দেশ্য গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় সহনীয় রাখা, সেহেতু এ অর্থ ফেরৎ না নেয়া হলে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় সহনীয় থাকবে। অর্থ ফেরতের বিধান গ্যাসের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার ক্ষেত্রে বড় বাঁধা হবে; (৪) নীতিমালার ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জাতীয় কোম্পানীগুলোর মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আর্থিক বিশ্লেষণে লাভজনক বিবেচিত হওয়া সাপেক্ষে এ তহবিলের অর্থ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প প্রস্তাবগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হবে। এ লাভজনক বিষয়টি নীতিমালায় স্পষ্টিকরণ করা হয়নি; (৫) গ্যাস/তেল অনুসন্ধানে দেশী কোম্পানীর বিনিয়োগ সক্ষমতা না থাকায় গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের আনুপাতিক পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে; (৬) বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগ, গ্যাসক্ষেত্র পরিত্যক্ত, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জরুরী কার্যক্রমে এ তহবিলের অর্থ ব্যয় হবে বলা হয়েছে। এসব বিষয়ে অর্থ ব্যয়ের এমন ঢালাও সুযোগ থাকায় এ তহবিলের অর্থের স্বচ্ছ ব্যবহার বিঘ্নিত হবে; (৭) সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণ সুযোগ শুধুমাত্র অনুসন্ধানে ও উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানীর মালিকানায় তাদের সম্পদ হিসাবে নির্মাণের যদি প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র ঐরূপ ক্ষেত্রে এ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের সংস্থান রাখার বিধান রাখা সমীচীন হবে বলে মন্তব্য করেন। তহবিলের ব্যবস্থাপনা পেট্রোবাংলার কর্তৃত্বে পরিচালনার কথা বলা হয়েছে তবে তা সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে পরিচালনার বিধানের প্রস্তাব করেন। এছাড়াও এ তহবিলের অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য গঠিত কমিটি এ অর্থে চালিত কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা কমিশনের উন্মুক্ত সভায় অনুমোদনের বিধান করার প্রস্তাব করেন। তিনি দেশের সার্বিক গ্যাস সরবরাহ উন্নতি করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে প্রাথমিক অবস্থায় ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার সংস্থান করে দ্রুত দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীর আওতায় উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রে গ্যাস উন্নয়ন কূপ খনন করে গ্যাস উৎপাদন করার প্রস্তাব করেন।

বাপেক্স এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার লিখিত বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করে বলেন বাপেক্স এর মূলধন স্বল্পতার কারণে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অনুসন্ধান কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছেনা, তাই রিগ এবং রিগযন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করেন। সে সাথে রিগ ও রিগযন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে রিগ হ্যাঙ্গারের জন্য অর্থের সংস্থানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বাপেক্স এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সুদমুক্ত করার অনুরোধ করেন।

ইন্‌স্টিটিউট অব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বুয়েট এর প্রফেসর মোঃ নুরুল ইসলাম তার বক্তব্যের প্রারম্ভে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টিকে একটি অভিনব উন্নয়ন কৌশল বলে অবহিত করেন সে সাথে উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) এর কর খাতে পরিশোধিত সাপ্লিমেন্টরী ডিউটি (SD) এবং ভ্যাট (VAT) এর অর্থ পূণর্ভরণের জন্য বাজেটে আলাদা খাত সৃষ্টির সিদ্ধান্তের জন্য কমিশন চেয়ারম্যান ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি গ্যাস উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি ও কার্যকর হওয়ার পর থেকে ছয় মাসে ও নয় মাসে উক্ত তহবিলে কি পরিমাণ অর্থ জমা হয়েছে তা জানতে চান। তিনি প্রস্তাব করেন যে, পেট্রোবাংলার দেয়া পাঁচ বছর মেয়াদী চাহিদার পূর্বাভাসের ভিত্তিতে বছরের প্রারম্ভে পেট্রোবাংলা প্রতি অর্থ বছরের আর্থিক ও

ফিজিক্যাল পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করবে এবং তার ভিত্তিতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যয় হবে। ছয় মাস অন্তর খাতওয়ারী আয়-ব্যয়ের খতিয়ানসহ অর্জিত অগ্রগতির প্রতিবেদন পেট্রোবাংলা কমিশনে প্রেরণ করবে। তিনি বর্তমানে যে নিয়মে গ্রাহকপর্যায়ে গ্যাসের গড় মূল্য যে সমীকরণে করা হয় তা বর্ণনা করেন এবং তাতে বর্ণিত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ উল্লিখিত সমীকরণের প্রথম অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিদ্যমান পদ্ধতিতে বাপেক্স কর্তৃক উৎপাদিত প্রতি এমসিএফ (MCF) গ্যাসের জন্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা এবং বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল কর্তৃক উৎপাদিত প্রতি এমসিএফ গ্যাসের জন্য পায় ৭.০০ (সাত) টাকা। তিনি বাপেক্সকে প্রতি এমসিএফ গ্যাসের জন্য ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের সুপারিশ করেন। এছাড়াও তিনি তহবিল নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প প্রণয়নে কোন ধরণের ছক ব্যবহার হবে এবং কোম্পানীপর্যায়ে কোন লেভেলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করা হবে তা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি সরকার থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় প্রাপ্ত অর্থ ও কোম্পানীর নিজস্ব অর্থের পাশাপাশি গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থের অগ্রাধিকার কিভাবে নির্ধারণ করা হবে তা স্পষ্টিকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্দিষ্ট কোম্পানীকে কত বছরে ব্যয়কৃত অর্থ ফেরৎ দিতে হবে তার ব্যাখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয় বলে উল্লেখ করেন। এছাড়াও জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত গ্যাসের এবং আইওসি (IOC) কর্তৃক উৎপাদিত গ্যাসের গড় মূল্য আলাদা-আলাদাভাবে হিসাব করার জন্য প্রস্তাব করেন।

জনাব আমিনুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল টেকনিক্যাল কনফারেন্সে প্রাপ্ত মন্তব্য হতে নীতিমালা সমৃদ্ধ হবে এবং তা হতে সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

যুগ্ম সচিব, এমসিসিআই জনাব আব্দুর রহিম তাঁর বক্তব্যে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল তহবিল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বতন্ত্র কমিটি দ্বারা পরিচালনার প্রস্তাব করেন। এছাড়াও তিনি পেট্রোবাংলা অধীনস্থ কোম্পানীসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের যথার্থতা যাচাই করার জন্য পেট্রোবাংলায় একটি আলাদা সাব-কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব করেন। উক্ত কমিটিকে প্রকল্পের অর্জিত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার দায়িত্ব প্রদানের কথা বলেন। তিনি গঠিত গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর বাৎসরিক হিসাব নিকাশ প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দ্বারা সম্পন্ন করার সুপারিশ করেন।

এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধি জনাব মিজানুর রহমান গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপসহ উক্ত তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এফবিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর প্রতিনিধি জনাব রফিকুল আলম, মহাব্যাবস্থাপক অর্থ বলেন যে, উৎপাদন কোম্পানীসমূহ গ্যাস এর যে ৬০% এর উপর বিল করে তার উপর আবার ৫% হারে কর আরোপ করা হয়েছে। উক্ত অর্থের উপর ভ্যাট ও কর কোম্পানীগুলোকে অগ্রীম পরিশোধ করতে হচ্ছে যা কোম্পানীর জন্য আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের সাথে এটি সম্পর্কযুক্ত বিধায় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহ হতে অগ্রীম কর কর্তন/মওকূপ করার প্রস্তাব করেন। তিনি বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর জন্য কামতা গ্যাস ফিল্ডের আরেকটি নতুন কূপ খনন; কামতা গ্যাস ফিল্ডে বিদ্যমান অন্য আরেকটি কূপের ওয়ার্কওভার (Workover) অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন।

ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি জনাব হোসেন আলী দেশের গ্যাস সংকটের কারণে দেশে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার কথা উল্লেখ করে ইতোপূর্বে গ্যাস বিপণন নীতিমালায় যেভাবে প্রাইভেট খাতের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অনুরূপভাবে এ নীতিমালায় তা প্রয়োগ করার প্রস্তাব করেন।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ থেকে প্রাপ্ত লিখিত মতামতের আলোকে পেট্রোবাংলার বক্তব্য আগামী দুই কর্মদিবস অর্থাৎ নভেম্বর ১০, ২০১০ তারিখের মধ্যে কমিশনে লিখিতভাবে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। সে অনুসারে প্রেরিত মন্তব্যে পেট্রোবাংলা প্রস্তাবিত তহবিলের আওতায় বাপেক্স কর্তৃক প্রস্তাবিত রিগ হ্যাঙ্গার তৈরী বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করে। এছাড়াও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ব্যবস্থাপনায় ক্যাব প্রতিনিধি প্রস্তাবিত পেট্রোবাংলা বহির্ভূত প্রতিনিধি নিয়োগে তহবিল ব্যবহারে অহেতুক বিলম্ব হবে বলে মন্তব্য করেছে। পেট্রোবাংলা আরও উল্লেখ করেছে যে, তাদের অধীনস্থ কোম্পানীর গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয়সহ কোম্পানীর বাৎসরিক আয়-ব্যয় হিসাব চার্টার্ড এ্যাকাউন্টিং (CA) ফার্ম দ্বারা অডিট হয়ে থাকে ফলে পৃথক CA ফার্ম নিয়োগ করার প্রয়োজন নাই। তাদের মতে খসড়া নীতিমালায় গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম বিয়োজন করা হলে তা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত বিইআরসি আদেশ নং-২০০৮/২ এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

কমিশন স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত/বক্তব্য/যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়েই একটি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত নীতিমালা চূড়ান্ত করবে বলে উন্মুক্ত কারিগরি সভায় আশা ব্যক্ত করা হয়। অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের লিখিত এবং সভায় আলোচিত মতামতের আলোকে কমিশন গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালাটি স্বল্পতম সময়ে চূড়ান্ত করবে বলে সভার সভাপতি সভায় উল্লেখ করেন। সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য তিনি সকলপক্ষকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ কমিশনের পর্যবেক্ষণ

৬.১ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা কমিটি

উন্মুক্ত কারিগরি সভায় উল্লিখিত বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে পেট্রোবাংলার কর্মকর্তা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পেট্রোবাংলা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীসমূহ দীর্ঘ দিন যাবৎ গ্যাস খাতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে আসছে এবং তাদের ব্যবস্থাপনায় সরকারী ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে অনুসন্ধান কূপ ও উন্নয়ন কূপ খননসহ প্রসেস প্লান্ট স্থাপন এবং সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। দীর্ঘ দিন এ কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে তারা যে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতার পরিবর্তন করে নতুন ভাবে কোন কিছু সংযোজন করা হলে তা কাজের গতি ব্যাহতসহ জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। তবে ষান্মাসিক ভিত্তিতে তহবিলের অর্থ জমা ও প্রকল্প ভিত্তিক আর্থিক ও ফিজিক্যাল অগ্রগতি প্রতিবেদন আকারে কমিশনে প্রেরণ করতে হবে যা কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে এবং উক্ত প্রতিবেদন স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকতে পারে।

৬.২ তহবিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা (আয়-ব্যয় হিসাব) পৃথকভাবে নিরীক্ষা করা

সভায় তহবিলের আয়-ব্যয় হিসাব পৃথক চার্টার্ড এ্যাকাউন্টিং (CA) ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে। পেট্রেবাংলা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন কেম্পানীসমূহের বাস্তবায়নকৃত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসহ কোম্পানীসমূহের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব কোম্পানী আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত চার্টার্ড এ্যাকাউন্টিং ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়ে থাকে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের নিরীক্ষাও চার্টার্ড এ্যাকাউন্টিং ফার্ম ও সরকারের Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD) কর্তৃক নিরীক্ষিত। এ সকল নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীসহ সর্বমহলে

গৃহীত ও স্বীকৃত। আলোচ্য ক্ষেত্রে নতুনভাবে চার্টার্ড এ্যাকাউন্টিং ফার্ম নিয়োগ ও নিরীক্ষা পরিচালনা করা বাড়তি অর্থ ও সময় ব্যয়ের কারণ হবে। তবে বর্তমানে প্রচলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আলোচ্য তহবিলের বিষয়টি অডিট রিপোর্টে পৃথকভাবে উল্লেখ থাকলে তহবিলের আয়-ব্যয়ের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হবে।

৬.৩ তহবিলের অর্থে রিগ এবং রিগযন্ত্রপাতি সংগ্রহ

সভায় তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য রিগ এবং রিগযন্ত্রপাতি সংগ্রহ এর লক্ষ্যে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থায়ন বিবেচনার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাপেক্স দীর্ঘদিন যাবৎ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তাদের এ কাজের জন্য রিগ এবং রিগযন্ত্রপাতি একটি অত্যাবশ্যকীয় অংগ। তবে নতুন রিগ ক্রয়ের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। প্রাথমিক অবস্থায় এ তহবিল থেকে রিগ এবং রিগযন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করলে গ্যাস মজুদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থবহ অর্থের যোগান দেয়া সম্ভব হবে না। গ্যাস অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে বাপেক্স এর সক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা জরুরী। বাপেক্স গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের সূচনালগ্নে নিজস্ব প্রয়োজনে রিগ এবং রিগযন্ত্রপাতি দ্বারাই অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম আরম্ভ করবে এবং প্রয়োজনে ভাড়া নিয়ে জরুরী গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। প্রথম পর্যায়ে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সেসাথে খনন কাজে নিজস্ব ও ঠিকাদারের রিগে কাজের সাথে জড়িত থাকার দ্বারা প্রযুক্তিগত ও কারিগরি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে। তখন প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে, গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য রিগ এবং রিগযন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে তহবিল থেকে অর্থায়ন বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬.৪ তহবিলের অর্থে রিগ হ্যাঙ্গার স্থাপন

পেট্রোবাংলা কর্তৃক তহবিলের অর্থ দ্বারা রিগ হ্যাঙ্গার স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাপেক্স-এর মূল কর্মকাণ্ডই হচ্ছে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ কাজের জন্য রিগ হ্যাঙ্গার, রিগ সংরক্ষণ, মেরামত ইত্যাদি তাদের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম যা বিগত বছরসমূহে তারা করে আসছে। এ জাতীয় সংরক্ষণ ও মেরামত কার্যাদি সম্পাদনে রিগ হ্যাঙ্গার সংগ্রহ বা স্থাপনের জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা হলে শুরুতেই তহবিল সৃষ্টির মূখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে তা কোন ভূমিকা রাখবে না। তবে দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে, যখন তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তখন এ জাতীয় বিষয়াদি বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

৬.৫ সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ

পেট্রোবাংলা কর্তৃক ওপরে উল্লিখিত দুই খাত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের আওতায় রাখার প্রস্তাব সভায় আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত দু'খাতেই অতীতে ও বর্তমানে নিজস্ব সংস্থান, সরকারী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ধারাবাহিকভাবে হয়ে আসছে। পক্ষান্তরে, তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কর্মকাণ্ডে উন্নয়ন সহযোগীরা অর্থায়ন করতে আগ্রহী হয় না। অন্যদিকে, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল থেকে সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ জাতীয় ব্যয় বর্তমান গ্যাস উৎপাদন-সরবরাহ ঘাটতি মেটাতে কোন ভূমিকা রাখবে না। এসব

কারণে কমিশন প্রদত্ত আদেশের ধারাবাহিকতায় কমিশন প্রেরিত পত্রে ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্যাস উন্নয়ন তহবিল খাতের প্রাপ্ত অর্থ করমুক্ত রাখা বিষয়ে প্রেরিত পত্রে তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। তবে নতুন কোন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে অথবা বর্তমানে উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রের নতুন উন্নয়ন কূপ থেকে প্রাপ্ত গ্যাস নিকটবর্তী বিদ্যমান জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন গ্রীড/বিতরণ ব্যবস্থায় সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপলাইন নির্মাণে এ তহবিল ব্যবহার যৌক্তিক বলে বিবেচিত হবে।

৬.৬ **বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগ, গ্যাস ক্ষেত্র পরিত্যক্ত ঘোষণা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জরুরী কার্যক্রম**

বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগ, গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত জরুরী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কূপ খনন কার্য পরিচালনায় ও খনন কাজের সঙ্গে বিশেষ কার্যক্রম যথা সিমেন্টিং, ফিশিং ইত্যাদি জড়িত বিষয়ে পরামর্শক প্রয়োজন হয়ে থাকে। তবে স্বাভাবিক কার্যক্রম হিসেবে সাধারণত উন্নয়ন সহযোগীদের অধিকাংশ অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় এবং পিএসসি ফাণ্ড থেকেও নিয়মিতভাবে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে বিধায় নতুন ও বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্ট এ তহবিল হতে মানব সম্পদ উন্নয়ন জাতীয় কর্মকাণ্ডে অর্থ সংস্থান যৌক্তিক হবে না।

৬.৭ **প্রকল্পে ব্যয়কৃত অর্থ ফেরত প্রদান**

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ভোক্তাদের ওপর আরোপিত অর্থ দ্বারা সৃষ্ট। এ অর্থ অনুসন্ধান ও কূপ খনন কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর ফলে দেশীয় কেম্পানী কর্তৃক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এ তহবিলের পরিধি ও কলেবর বৃদ্ধি পাবে এবং এ প্রক্রিয়ায় দেশীয় কোম্পানী ও বিদেশী কোম্পানীর গ্যাস উৎপাদনের আনুপাতিক হারও কমে আসবে। এ বিবেচনায় আলোচ্য তহবিল হতে ব্যবহৃত অর্থ প্রাথমিক পর্যায়ে অনুদান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬.৮ **উৎপাদন পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের সমীকরণ**

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী উৎপাদন পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ কমিশনের আওতাভুক্ত নয়। বাপেক্স কর্তৃক উৎপাদিত গ্যাসের মূল্য সরকার ৭.০০ (সাত) টাকা হতে ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকায় নির্ধারণ করেছে। সভায় উৎপাদন পর্যায়ে বাপেক্স উৎপাদিত গ্যাসের মূল্য বর্তমান ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে দেশীয় কোম্পানীর উৎপাদিত গ্যাসের মূল্য কম। গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর আর্থিক সহায়তায় পেট্রোবাংলা একটি সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সমীক্ষার মাধ্যমে গ্যাস প্রাইসিং এর একটি যৌক্তিক সমাধান বের হয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম-এর যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব পেট্রোবাংলার দৃষ্টিগোচরে আনা যেতে পারে।

৬.৯ গ্যাস উৎপাদন কোম্পানী কর্তৃক অগ্রীম কর পরিশোধ

উৎপাদন কোম্পানীকে উৎপাদিত গ্যাসের মূল্যের বিপরীতে অগ্রীম কর পরিশোধ করতে হয়। বিতরণ কেম্পানী কর্তৃক গ্রাহকদের নিকট হতে গ্যাস বিল আদায়ের পর উৎপাদন কেম্পানীকে তাদের হিস্যা ও করের অংশ পরিশোধ করে। সরকারকে কর হিসেবে পরিশোধ ও বিতরণ কেম্পানী থেকে প্রাপ্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধানের কারণে উৎপাদন কেম্পানী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সভায় অগ্রীম কর পরিশোধ থেকে রেয়াত এবং আদায়ান্তে সরকারকে পরিশোধের মাধ্যমে সমাধানের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বর্ণিত বিষয়টি এ উন্মুক্ত কারিগরি সভার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং কমিশন আইনের আওতাভুক্তও নয়। তবে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনয়নের জন্য পেট্রোবাংলাকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

৬.১০ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনরত তিনটি কোম্পানীর গ্যাস ক্ষেত্রে উন্নয়ন কূপ খনন করার জন্য জরুরীভাবে ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা বরাদ্দ করা

সভায় উল্লিখিত প্রস্তাবটি করা হয়। দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানী কর্তৃক গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কাজের অর্থায়নের লক্ষ্যে কমিশন জুলাই ৩০, ২০০৯ তারিখে “গ্যাস উন্নয়ন তহবিল” সৃষ্টির জন্য বিইআরসি আদেশ নং-২০০৯/০৮ জারী করে যার অন্যতম শর্ত ছিল উক্ত তহবিল সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা ও কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের পর তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা যাবে। উক্ত আদেশের সূত্রে পেট্রোবাংলা ইতোমধ্যে “গ্যাস উন্নয়ন তহবিল” সৃষ্টি করেছে এবং খসড়া নীতিমালাও প্রণয়ন করেছে। তবে নীতিমালা চূড়ান্ত করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়ায় উক্ত খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ উক্ত তহবিলে সঞ্চিত হলেও এ তহবিল যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোন উন্নয়ন/সুফল দেখা যায়নি। ফলে গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি ও গ্রাহক সেবার মানেরও উন্নতি হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে দেশের সার্বিক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ উন্নতিকল্পে আর সময়ক্ষেপণ না করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে জরুরীভাবে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীর উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রে উন্নয়ন কূপ খনন করে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতিমালা চূড়ান্তকরণের পূর্বেই অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে উন্মুক্ত কারিগরি সভায় প্রস্তাবিত ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা তিনটি দেশীয় কেম্পানী; তথা বাপেক্স, বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল কে বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাবটির যৌক্তিকতা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা বিষয়ে কমিশনের আদেশ

(১) পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রেরিত গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, এতদ্‌সম্পর্কিত কমিশন স্টাফ কর্তৃক পেশকৃত ব্যাখ্যা, উন্মুক্ত কারিগরী সভায় অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য ও সুপারিশ এবং কমিশনের পর্যবেক্ষণ বিবেচনা করে আলোচ্য নীতিমালাটি কমিশন নিম্নোক্তভাবে অনুমোদন করছে ও তা বাস্তবায়নের আদেশ প্রদান করছে ঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

"গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১১"

১.০ পটভূমি ঃ

১.১ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বিকল্প জ্বালানী মূল্য এবং আন্তর্জাতিক বাজারের জ্বালানী মূল্য অপেক্ষা অনেক কম। এ কারণে গ্যাসের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় মালিকানাধীন গ্যাস ক্ষেত্র সমূহের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ তহবিল সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায়, গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ উন্নতির জন্য গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত জাতীয় কোম্পনীসমূহের তরফে কার্যক্রম গ্রহণের অর্থ সংস্থানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন জুলাই ৩০, ২০০৯ তারিখে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের গড় মূল্য ১১.২২% বৃদ্ধির আদেশ প্রদান করে এবং বৃদ্ধিজনিত অর্থ দ্বারা "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠিত হবে।

২.০ তহবিলের বিবরণ ঃ

কমিশনের উপর্যুক্ত আদেশের আলোকে ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হবে তা গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে জমা হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এপ্রিল ২৩, ২০০৯ তারিখের অম/অবি/বাজেট-১৫/জ্বালানী-২৮/০৯/২৪৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কাজের জন্য ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত অর্জিত অর্থ থেকে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বর্ষে (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) প্রদত্ত করের সমপরিমাণ অর্থ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বিপরীতে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে থোক হিসাবে প্রতিবছর বরাদ্দ রাখা হবে যা গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বর্ণিত অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হতে গ্যাস বিপণন কোম্পানীসমূহ কোন হিস্যা পাবে না। সংগৃহীত সমুদয় অর্থ সরাসরি গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর/জমা হবে এবং জমাকৃত অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদও এ তহবিলের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে।

৩.০ তহবিল বিনিয়োগের পরিধি ঃ

ভোক্তাসাধারণের গ্যাস চাহিদা সুষ্ঠুভাবে পূরণকল্পে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত জাতীয় কোম্পানীসমূহের মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণে লাভজনক বিবেচিত হওয়া সাপেক্ষে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প প্রস্তাবসমূহে এ তহবিল হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হবে। তবে অনুসন্ধান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে লাভজনক শর্তটি প্রযোজ্য হবে না। তহবিলের বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রেসমূহে প্রযোজ্য ঃ

৩.১ গ্যাস মুজদ বৃদ্ধি (অনুসন্ধান কার্যক্রম) ঃ

(ক) দেশের গ্যাস মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরীপ ও অনুসন্ধান কূপ খননসহ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী;

(খ) মজুদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনায় তৈল ও গ্যাস আহরণের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় এলাকার ভূকম্পন ও ভূতাত্ত্বিক জরীপ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ;

(গ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, উপাত্ত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান কূপ খননের স্থান নির্ধারণ; এবং

(ঘ) সম্ভাবনাময় স্থানে অনুসন্ধান কূপ খনন ও এ জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা গ্রহণের ব্যয় নির্বাহ।

৩.২ গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ

(ক) দেশীয় কোম্পানী'র আওতাধীন উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাবলীর আওতায় উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কূপ খনন;

(খ) বিদ্যমান কূপের সম্ভাব্য ওয়ার্কওভার, রি-কমপ্লিশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) গ্যাসের প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন (যদি এ সুবিধা কোম্পানীতে না থাকে); এবং

(ঘ) গ্যাস কূপের নিয়মিত প্রেসার সার্ভে, প্রসেস প্ল্যান্ট-এর Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion (BMRE) ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৩.৩ অন্যান্য ঃ

(ক) গ্যাস ক্ষেত্র সমূহের মজুত পুনঃ মুল্যায়ন;

(খ) নতুন কোন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উৎপাদন করলে এবং/অথবা বর্তমানে উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন উন্নয়ন কূপ থেকে প্রাপ্ত গ্যাস নিকটবর্তী বিদ্যমান জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন গ্রীড/বিতরণ ব্যবস্থায় সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপলাইন নির্মাণ।

(গ) উৎপাদন শেষে গ্যাস ক্ষেত্র পরিত্যাগ (abandonment);

(ঘ) গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত জরুরী কার্যক্রম সম্পন্ন।

৩.৪ **বাজেট, বিনিয়োগ ও রিপোর্টিং ঃ**

(ক) পেট্রোবাংলার দেয়া ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী চাহিদার পূর্বাভাষের ভিত্তিতে বছরের প্রারম্ভে পেট্রোবাংলা প্রতি অর্থ বছরের আর্থিক ও ফিজিক্যাল পরিকল্পনা কমিশনের নিকট পেশ করবে এবং এর ভিত্তিতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যয়িত হবে। অন্যকোন খাত বা উদ্দেশ্যে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যয়িত হবে না। ছয়মাস অন্তর খাতওয়ারী আয় ব্যয়ের খতিয়ানসহ অর্জিত অগ্রগতির প্রতিবেদন পেট্রোবাংলা কমিশনে প্রেরণ করবে।

(খ) অগ্রগতির আলোকে প্রতি অর্থবছর শেষ হবার পর পূর্বাভাষ হালনাগাদ (update) করে সংশোধিত আর্থিক ও ফিজিক্যাল কর্মসূচী কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৪.০ **তহবিল হিসাবভুক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা ঃ**

৪.৪.১ প্রতি ইউনিট গ্যাস বিক্রয়ে গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর নিজস্ব আয়ের পাশাপাশি গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অংশ থাকবে এবং গ্রাহক বিলে গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর আয়ের অংশ ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অংশ পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অংশ পৃথক হিসাব খাতে জমা করতে হবে।

৪.৪.২ পেট্রোবাংলা "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" এর জন্য একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব রাখবে এবং বিতরণ কোম্পানী কর্তৃক আদায়কৃত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক নির্ধারিত উক্ত ব্যাংক হিসাব খাতে স্থানান্তর করবে। বিতরণ কোম্পানী প্রান্তে গ্যাস বিলের গ্যাস উন্নয়ন তহবিল অংশ থেকে অর্জিত সুদ পেট্রোবাংলা কর্তৃক নির্ধারিত উক্ত ব্যাংক হিসাব-খাতে স্থানান্তর করবে এবং অনুরূপভাবে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের বিপরীতে অর্জিত ব্যাংক সুদও উক্ত তহবিলে জমা হবে। পেট্রোবাংলা ষান্মাসিক ভিত্তিতে তহবিলে জমা ও প্রকল্প ভিত্তিক আর্থিক ও ফিজিক্যাল অগ্রগতি কমিশনে দাখিল করবে এবং এর অনুলিপি বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

৪.৪.৩ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের আয়-ব্যয় হিসাব কোম্পানীসমূহ কর্তৃক এবং পেট্রোবাংলা কর্তৃক নিয়োজিত চার্টার্ড এ্যাকাউন্টিং ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষিত হবে। এ লক্ষ্যে কোম্পানী এবং পেট্রোবাংলার সার্বিক আর্থিক কর্মকাণ্ডের ওপর চার্টার্ড এ্যাকাউন্টিং ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্টে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল সংক্রান্ত সকল তথ্যাদিসহ ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট পৃথকভাবে সন্নিবেশিত থাকবে।

৪.৪.৪ পেট্রোবাংলা কর্তৃক গ্যাস উন্নয়ন তহবিল পরিচালিত হবে। তহবিলে সংগৃহীত অর্থে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহ পেট্রোবাংলার কর্মকর্তা এবং অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত দেশীয় কেম্পানীসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি চিহ্নিত/নির্ধারণ করবে। উক্ত কমিটি সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহ বাপেক্স, বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর পরিচালকমণ্ডলীর এবং পেট্রোবাংলার অনুমোদনের পর বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।